Satyaki

GARGI BHATTACHARYA

***

COPYRIGHTED MATERIAL

****

গার্গী ভট্টাচার্য

My website :

www.gargiz.com

My semi autobiography in 3 parts has been downloaded more than 60 million times .

The new book Mohanbanshi Nupurdhoni has been downloaded more than 297832 times globally within 48 hours of launch . The book Narayani has also become quite popular . It has been downloaded more than one crore times within two days of uploading .

This makes me happy cause I have no advertisement and people are accepting what I am saying .

Shakambhori has been downloaded from India; more than 3 lakh times till today (as of 18th of January , 2024 .

আমার বাবাটাকে,

য়্যাশ, বাগা, গুরু, বালামুরু ;

* * * * *

আমি একজন কায়স্থ মেয়ে । আমার ধর্ম হল লেখা । কারণ কায়স্থদের ধর্ম হল লেখালেখি করে সমাজের উপকার করা । কলম ধরতে জানেনা এমন কায়স্থ নেই । ব্রাহ্মণরা যেমন পুজোপাঠ করে থাকে সেরকম কায়স্থরা হয় **মসীজীবি** । আর আমি একজন লেখিকা হিসেবে হলাম আজকাল ***মাউস জীবি*** । কারণ আমি সোজাসুজি আলোকতন্তুর মেশিনে অক্ষর খোদাই করি ।

হাতে লিখে করিনা । তাই বেশ ভুল ধরা পড়ে যায় অন্য সময় দেখলে । টাইপো ও বাংলা সফটওয়্যারের পোকার কারণে । সফটওয়্যারও কোভিডে আক্রান্ত মনে হয় । প্রচুর বাগ ওখানে ।

এবার আমি রাজস্থানের কর্ণিমাতার মতন ইঁদুরের মালকিন হয়ে বসেছি । কাজেই ইঁদুর সঞ্চালনের কাজ করছি সমানে । লিখেই চলেছি একের পর এক অক্ষরমালা । বর্ণমালা ।এবার যা তথ্য দেবো তা আরো মজার কিন্তু গল্প হলেও সত্য । পর পর লিখে যাচ্ছি যা আমার কাছে আসছে । কিন্তু এসব পড়ে আমাকে কেউ মন্দ মনে করবে না কারণ

এগুলি আমার মস্তিষ্ক প্রসূত নয় । নিখাদ যাঁরা সাধক তাঁদের দিয়ে ভেরিফাই করে নিতে পারো তোমরা নিজেরা । এই পুস্তকে অনেক সংকেত হয়ত খুঁজে পাবেন লোকে যা আমার পক্ষে লেখা একেবারেই অসম্ভব একজন মানবী হিসেবে ।

আমি নিজের মনে বসে আছি আর এক এক করে মায়া শাড়ি থেকে তুলে চলেছি মায়া চোরকাঁটা ।

এইসব লেখা অটোমেটিক হয় । আমি কিছু ভেবে লিখিনা । যোগিনী হিসেবে আমার কোনো পরিবর্তন করার সুযোগ ও ক্ষমতা নেই । আমি অক্ষরগুলোতে রং চং লাগাতে পারি ও ডিজাইন করতে পারি এই অবধিই ।

অনেক অনেক সৎ আত্মার উত্তরণের ঘন্টি বেজেছে আর তাঁরা দেহত্যাগের পরেই সেসব হবে ।

যেমন শর্মিলা ঠাকুর উন্নীত হবেন মাকালীর স্তরে । উনি ছিলেন খ্যাতি দেবী ।মহর্ষি ভৃগুর পত্নী । আর ভৃগুজী ছিলেন মনসুর আলি খাঁ পতৌদি ।

দেবদেবীরা এই ধরায় জন্ম নিয়ে থাকেন তাঁদের অহং-কে আরো কমিয়ে ফেলার জন্য । শর্মিলাজী যা করতে সক্ষম হয়েছেন । তাই ওঁর উত্তরণ হয়ে যাবে । অথচ দানবের অকল্যাণে অনেক সময়েই দেখা যায় উল্টোদিকে স্রোত বইছে । যেমন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে হয়েছে । গ্রহরাজ বৃহস্পতি এখানে আসেন নিজের পাপ খন্ডন করার জন্য ও ভগবৎ চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত করে করে এত চমৎকার সাহিত্য রচনা করে যান কিন্তু সুক্ষ্ম দেহে তাঁর বিশেষ পরিবর্তন হয়না । নারীলোলুপতা- যার জন্য তাঁকে এই ধরিত্রীতে জন্ম নিতে হয়েছিলো আত্মশোধনের জন্য ; সেটা থেকেই যায় । তাই মননের দিক থেকে ভালো সাহিত্য প্রদান করে গেলেও আদতে আধ্যাত্মিক দিক থেকে উনি নিজেকে উত্তরণের পথে তুলতে সক্ষম না হওয়ায় এই সাহিত্য এনার্জি স্তরে বাধার সৃষ্টি করছে ।

কারণ এই সব সৃষ্টি ঋণাত্মক শক্তি থেকে তৈরি । অনেকটা হিরণ্যকশিপুর গল্পের মতন । তাই আমাদের মঙ্গলের জন্য ততটা উপযোগী নয় ।

নরসিংহ দেব যখন এখানে আসেন তখন যদিও দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিহত হয়, তাঁর হাতে তবুও সেই শক্তিকে ফিরিয়ে নিয়ে না যেতে পারার জন্য সৃষ্টির ক্ষতি হতে চলেছিলো । রবীন্দ্রনাথও অনেকটা সেরকম । যদিও ভগবান বিষ্ণু এসেছিলেন আমাদের মঙ্গলের জন্য তবুও সুক্ষ্মভাবে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথও কিন্তু অনেকটা আমাদের ভালোর জন্যেই আসেন । সবসময় সম্মুখ সমর হয়না । শত্রুর সঙ্গে । সমাজের অজ্ঞনতা দূর করাও একধরণের যুদ্ধ জয় । সহজ ভাষায় ভগবানের কথা কবিগুরু লিখে যান যাতে আমাদের বুঝতে অনেক সুবিধে হয় আর অন্যান্য সাহিত্য তো আছেই ওঁর । কিন্তু শুদ্ধ মন থেকে সৃষ্ট না হওয়াতে এই লেখাগুলি সমাজে সেরকম প্রভাব ফেলতে পারেনি আধ্যাত্মিক ভাবে। তাই আজকাল আর কেউ এগুলি পড়েই না ।

এই নেগেটিভ এনার্জিকে সরাতে হবে । তাই এসে গেছেন শিবের শরভ শক্তি । ঠিক এই শক্তিই এসেছিলেন নরসিংহ দেবকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ; সেইসময় । পরিস্থিতি ভিন্ন, কাহিনী অন্য । **তবে মোটামুটি একই জিনিস দর্শায় । হিস্ট্রি রিপিট্স্ ইটসেল্ফ্ ।**

রবীন্দ্রনাথ যদি এতই প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন তাহলে সবাই এখন এত ঈশ্বর বিমুখ হতোনা । কিন্তু আদতে উনি তা পারেন নি । কারণ ওঁর সৃষ্টিতে শুদ্ধমনের থেকেও নিজের নাম ও গরিমার প্রতি আকর্ষণ বেশি ছিলো । আর উনি ছিলেন সুক্ষ্ম স্তরের ম্যানুপুলেটর । নোবেল পুরস্কারও উনি এইভাবেই বগলদাবা করেন সেইকালে । এখন শিবের শরভ অবতার ; যাঁকে আমরা এতদিন অহংকারী ও চটুল এক মানুষ বলে গালিগালাজ করে এসেছি উনি এবার হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবেন । রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কলকব্জা ঢিলে করে , টায়ার পাংচার করে হাওয়া খুলে দেবেন । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তো ওঁকে নিয়ে বহু কিছু লিখে মানুষের বিরাগ ভাজন হয়েছেন ।

কবি সুবোধ সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপমানিত হন । এমনই ঐশ্বরিক ইনি । **কিন্তু গড হওয়া সহজ নয় ।** আর গড ডগ নন । সারমেয় উচ্চস্তরের প্রাণী কিন্তু ঈশ্বর নয় । বাঙালীর রবীন্দ্রনাথকে রিলিজিয়ান বানানো থেকে বার হয়ে প্রকৃত ধর্মকে আঁকড়ে ধরতে হবে ।

শুনেছি প্রতিটি বইমেলাতে রবীন্দ্র বিরোধী স্টল বসায় লোকে । কিন্তু আমি এই বিশ্বকবিকে

নীচুস্তরে নামানোর খেলায় নামিনি । যা লিখছি তা শক্তির লেভেলে চলছে । এইভাবেই এনার্জি কাজ করে । ওঁকে সমর্পিত কাজ উনি সঠিক ভাবে করে যেতে পারেননি । তাই এবার ওঁর সমস্ত কাজ মানুষ বাতিল করে দেবে । নাহলে বাংলা আর এগোতে সক্ষম হবেনা । ওঁর এনার্জি স্তরে, বৃহস্পতির ঋণাত্মক শক্তি কাজ করে গেছে । তাই এই বিপত্তি ।

কাজী নজরুল ইসলামকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলে উগ্রপন্থাকে উঁসকানি দেবার কথা বলা তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে- **কারার ঐ লৌহকপাট** যা কিনা স্বাধীনতার সময় রচিত ইত্যাদি , মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ ভাই ভাইতে লড়াই করিয়ে টেররিজম্ করিয়েছেন আর আমাদের **রবীন্দোনাতের থপ্ ভালো** এই জিনিস থেকে না বার হলে সমূহ বিপদ ।

কাঁচা বাংলায় বললে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ হটাও ; বাংলা বাঁচাও ।

রমণীমোহন রবীন্দ্রনাথের ঘনকালো কাছিমের মতন নেগেটিভ এনার্জি বাংলাকে এগোতে দিচ্ছে না ।

রবীন্দ্রনাথকে সীমায় বাঁধো । বন্দী করো । ডোন্ট ক্রস দা লিমিট । অ্যান্ড রবীন্দ্রনাথ ইজ নো গড ।

ঈশ্বর হওয়া সহজ নয় ।

এটা হল মহর্ষি ভৃগু ও খ্যাতি দেবীর এনার্জি শর্মিলা ও পতৌদি - যা আজও এই ঠাকুর পরিবারকে ধরে রেখেছে যাদের পরিবারে পতিতা বৃত্তিকে পেশা করা হয়েছিলো এর ব্যবসা খুলে । ফিঙ্গার ক্রসড্ -প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ।

এই জগতে এলে বোঝা যায়না সবসময় । তাই আত্মারা পড়ে যায় কালচক্রে । তবে শোধনের ব্যবস্থা সবসময়ই আছে ।

যেমন মৃণাল সেন পরিচালক ছিলেন ও একজন ভালোমানুষই ছিলেন বলা যায় । কোনোদিন মদ খাননি । কিন্তু উনি আবার বাণিজ্যিক ছবির বিরোধিতা করেন ও একটা সময় আর কোনো সিনেমার পরিচালক কমার্শিয়াল ছবি করতে ব্রতী হননা ট্যাগ পড়ে যাবার ভয়ে । কাজেই বাংলা ছবির জগৎ ধ্বংস হয়ে যায় । এই বামপন্থী পরিচালকের মতন আরো দুজন আছেন তাঁরা হলেন গৌতম ঘোষ আর ঋত্বিক ঘটক । বামপন্থী হবার মধ্যে কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু এদেরকে কেউ চাবি তুলে দেয়নি হাতে ধনীদের অবজ্ঞা করার । কার্ল মার্কস কিন্তু তা বলে যাননি । উনি বলে গেছেন সবাইকে ধনী করে দাও । আর স্বামীজী ও চৈতন্য মহাপ্রভু

তো অনেক অনেক আগেই বলে গেছেন যে মুচি মেথর আমার ভাই কিংবা সবাইকে কৃষ্ণ প্রেমে ডুবিয়ে দাও । সেগুলি কুসংস্কার অথচ বিদেশ থেকে যা আসছে তা অত্যন্ত ভালো সংস্কার । মানে আমি মুড়ি বললে খাইনা , পাফ্‌ড রাইস খুবই উপাদেয় । কার্ল মার্কস বাঙালী হলে এঁরা ওঁর বই পড়তো ? ওনার নাম যদি হতো কালু মন্ডল ? তাহলে ? কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে ==

হেন কালে আকাশেতে উঠিলেন চাঁদা এরকম হয়ে গেলো না ?

ভুল নীতি দিয়ে একটা পুরো রাজ্যকে বসিয়ে দিয়ে কয়েকটি জেনেরেশানকে নষ্ট করে দিয়ে পার পাওয়া যাবেনা । এই তিন মক্‌কেলের সমস্ত সিনেমার রিল নষ্ট হয়ে যাবে । কেউ দেখবে না । কেউনা । আর দেয়ার ইজ্‌ নো ওয়ার্ড কল্ড্‌ ইন্টেলেক্‌চুয়াল অ্যাক্টর অর ডায়রেক্টর । কমিউনিস্ট রাইটার । এসব ট্যাগ দেওয়া বন্ধ করুন । লেখক ও শিল্পীর কাজ বেদনা নিয়ে কাজকম্মো করা কিন্তু কেউ হাস্যরস নিয়ে কাজ করলে উনিও শিল্পী । ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কম যান কিসে অভিনেতা হিসেবে ? একজন কমিক আর্টিস্ট অথবা সহজ সরল কোনো ভাঁড় হওয়াও সহজ নয় ।

অন্যকে ইজ্জৎ দিতে শিখুন । আপনি কে ? নচিকেতার গান শোনেন নি ?

= তুমি কে ? কে ?

এরা সিনেমার কর্মী । শিল্পী ; যারা একটি আর্ট ফর্ম নিয়ে কাজ করছে মাত্র । প্রকৃত ইন্টেলেকচুয়ালরা এদের সঙ্গে বসে কফিপান করবে ? তাহলে কোনো সাহসে কমার্সিয়াল পরিচালকদের এরা নাস্তানুবুদ করছে ? অন্যের ডিজায়ার নিয়ে খেলা করছে ? যে যার কর্ম করতে এসেছে এখানে । কোনো নার্সিসিস্ট এর পদলেহন করতে নয় ।

তাই এই তিন মাস্কেটিয়ার্সের সমস ছবি জগৎ থেকে উঠে যাবে । কেউ দেখবে না । যে দেখবে তার বিপদ বাড়বে । অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকায়ে যায় । তাই কথায় বলা হয় , বেশি বার বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে ।

এবার এরা যদি ধর্মযুদ্ধে সাহায্য করে তাহলে কিছু সুবিধে হবে নচেৎ সেগুড়ে বালি ।

এরা সত্যজিৎ রায়কে অবধি ছাড়েনি ।

শক্তির দিক থেকে এরা আদতে যক্ষ । মানুষ নয় । ডিমন । গেছো ভূত । এরা গাছে বাস করে আর গ্রামীণ লোক ও উপজাতির পুজো নিতে অভ্যস্ত । তাই এই দুনিয়াতে জন্মে হতদরিদ্রদের উপকারে নেমেছে । তা ভালো মন্দ নয় কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে রাঘব বোয়ালদের আমি অপমান করতে পারি । দেবদেবী যাঁরা জন্ম নিয়েছেন তাঁদের পথ আটকাতে পারি । এই অপরাধে এদের এবার সাজা হবে । দেখে নেবেন ।

তবে সবকিছুই তো নির্ভর করে কে কতটা অহং-কে কম করতে রাজি তার ওপরে । এরা ঈশ্বরের কাছে নত হয়েছেন । নিজেদের ভুল বুঝেছেন । হয়ত তাই ততটা সমস্যা হবেনা । ভুল তো হয়ই । রাহুর প্রকোপে কলিকালে ভুল হয় । কিন্তু সংশোধন করাটা বেশি জরুরী । আর এই ধর্মযুদ্ধে অংশও নিতে এরা আগ্রহী হয়েছেন ।

বিজেপী সরকার একের পর এক মৃত্যুকে চেপে দিচ্ছে । সদগুরু জাগ্গি বাসুদেব, মোদিজী, সেগুলি এবার এই যক্ষত্রয়ী প্রকাশ করে দেবেন তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে । কিভাবে তা আমি বলতে পারিনা ।

অনেক জন্ম ধরে অনেক পুণ্য করলে তবে নানান প্রতিভা নিয়ে জন্ম নেওয়া যায় আর পৃথিবীতে মানব দেহ নিয়ে আসা সহজ নয় । কাজে কাজেই ।

এই সমাজে যখন বেদ বেদান্ত , গীতার সারাংশ , কোরান, বাইবেল, টোরা-তালমুদ্ ইত্যাদির রীতিনীতি আর কেউ মানেনা তখনই ঈশ্বর ও অবতারেরা আসেন আমাদের মার্গ দর্শন করাতে । আর তুমি ঈশ্বর নও । জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেসব ছাত্রছাত্রী যারা মাদুর্গাকে পতিতা ও মহিষাসুরকে দলিত পুরুষ বলে ব্যঙ্গ করেছিলো তুমি কি তাদের মধ্যে একজন ?

শরীর শরীর শরীর ; তোমাদের মন নেই জে এন ইউ এর ছাত্র ছাত্রীগণ ?

একটি দার্শনিক ব্যাপারকে এত নিচে নামিয়েছো তোমরা আবার দেশের সেরা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী বলে নিজেদের নিয়ে গর্ব করো । **আমি তো শুনেছি তোমাদের ওখানে শিক্ষার থেকেও বেশি দেহব্যবসা শেখানো হয় । আয়নার সামনে দাঁড়াও । তোমাদের দিন শুরু হয় যোনি স্যুপে আর শেষ হয় ডিক্ কাবাবে তাইনা ?**

কতগুলো বিকৃত কমিউনিস্টের আড্ডাখানা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উঠে যাবে।

জওহরলাল নেহেরুজীর নামে কংগ্রেস সরকার অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়বে। এবং সেই প্রতিষ্ঠান একটি সুন্দর ইউনিভার্সিটি হবে যেখানে আধুনিক সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করা হবে। জেনেটিক্স, অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স , এ-আই , রোবোটিক্স , ম্যানেজমেন্ট , মেরিন সায়েন্স, বায়োডাইভার্সিটি , ইকোলজি ,

এবং অবশ্যই সমাজ গঠণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় সমূহ।

এইজাতীয় ন্যাক্কারজনক ইতিহাস ঐ ইউনিভার্সিটির থাকবে না। কেউ বলবে না যে সাঁঝ হলেই ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রীরা চুলে জুঁই /বেল ফুল লাগিয়ে সো কলড্ কমিউনিস্ট সমাজ সংস্কারক মাস্টার মশাইদের জন্য শেয়ারড্ রুমে অপেক্ষা করে।

সমাজের কোনো রীতিনীতি পছন্দ না হতেই পারে কিন্তু তাই বলে সবার স্বভিমান ও মনে আঘাত করার অধিকারও এই দাল্লা/পতিতা কূলকে কেউ দেয়নি যাদের পোষাকি নাম **জে এন ইউ এর**

ছাত্রছাত্রী ।অন্যের ওপরে মরাল পুলিসিং করছে এরা কিন্তু নিজেরা লুজ মরাল ।তাই তো দাঁড়ালো !

ছাত্রনং অধ্যায়নং তপো: তাই না ?

উড়তে এসেছেন নাকি পড়তে ?

ভার্জিনিটি খোয়াতে এসেছেন নাকি ভার্জিন একটা জীবনের স্বাদ নিয়ে ?

এখান থেকেই পাশ করা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ যার প্রকৃত নাম হওয়া উচিৎ ছিলো ভেজাল সারাটাদিন রমণ সেই মহিলাটি সমস্ত কারচুপিতে যুক্ত । লোকে বলে যে এমন শয়তান এই মহিলা যে নিজ স্বামীকেও সাইড লাইন করে দিয়েছে যাতে ক্যারিয়ারে ওকে ছাড়িয়ে যেতে না পারে । ভদ্রলোক এখন ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে দিনযাপণ করছে ।

ইংল্যান্ডে এসকর্ট সার্ভিস দিতো । স্বামীকেও বাগায় নিজ সুবিধার জন্য । তুকতাক করে ধরে রাখে । নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বিছানায় গিয়ে গিয়ে এত্তোগুলো ইম্পোর্টেন্ট মিনিস্ট্রি হাতিয়েছে এই শয়তানি যার ধারণা আমি শয়তানি শক্তি দিয়ে সব করছি । অথচ এই মহিলাটি মাদুরাই থেকে এসেছে যা শ্রী রমণ মহর্ষির জন্মস্থান ও তাঁর কৈশোর ওখানেই কেটেছে ।

ধর্মপ্রাণ দক্ষিণীদের মধ্যে থেকে উঠে আসা একজন মন্ত্রী যখন-এতবড় মহাপুরুষের সম্পর্কে এই জাতীয় কটুক্তি করে যে তাঁর শিষ্যা শয়তানি শক্তি দিয়ে সব করছে তা অত্যন্ত বাচালতার প্রমাণ দেয় । আদতে মহিলাটির মাতা ছিলো দুশ্চরিত্রা ও বাচাল মানবী । লরি ড্রাইভারের সঙ্গে পলায়ন করে সে । স্বামী ও সন্তানদের ফেলে । হয়ত পয়সা ছিলো তার ।

শোনা যায় স্বামীজী লোকটি বুড়ো ছিলো, সে এক বুড়ো লোক । বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা । তাই স্ত্রী কেটে পড়ে । ধনী যুবকের সাথে ।আগে লরি চালক ছিলো পরে মালিক হয়ে বসে । মেয়েদের মনের খবর কেউ নেয়না বিয়ের আগে । আর পণ প্রথা একটা অভিশাপ যার জন্য অনেকের সংসার নষ্ট হয়ে যায় পরে ।

এই মহিলা ডিফেন্স মন্ত্রী হিসেবে ভারতের ভাঁড়ার থেকে অজস্র অস্ত্রশস্ত্র, মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য জায়গার উগ্রপন্থীদের সাপ্লাই করে ধনী হয়েছে ।

শোনা যায় অবশ্যি জাগ্নি এগুলি করিয়েছে তাকে দিয়ে । টিপিক্যাল জে এন ইউ , রতনে রতন চেনে , জে নে ইউ চেনে ঘচু !

আরে ছো ছো ছো ছো ছো , কেয়া শরম কি বাত্

ভদ্দর ঘরকা বহু ভাগে ডেরাইভারকা সাথ্ ।

এই হল নির্মলা সীতারমণের মা নামক সীতা হরণের কাহিনি, রাবণ ডেরাইভারের দ্বারা ।

তবে শোনা যায় ছোট্ট নগরে থাকার জন্য এই ঘটনার ঘনঘটায় ছোট্ট মেয়েটির ওপরে এতই চাপ পড়ে সামাজিক ভাবে যে সে ভেঙে পড়ে ।

বাবা সাহায্য করেন কিন্তু ধ্রুপদী সমাজ মেনে নেয়নি । বিদেশে শিক্ষা নিতে যান আর পান্ডিত্য দেখে যাকে বিবাহ করেন সেও মনোমত হয়না । চরিত্রহীন কিংবা ক্রিমিন্যাল , আর্মস ডিলার না হলেও সবসময় ভালো একজন পতি হয়ে ওঠা যায়না সমাজে । অনেকেই থাকে যারা নারীদের কন্ট্রোলে রাখতে চায় । তাই ভদ্রমহিলা রাজনীতি করতে আসেন নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য যাতে পতিদেব অ্যাবিউজ করতে না পারে । সবারই হৃদয়ে ক্ষত থাকে । তবুও আমরা বাঁচি । এত কষ্ট নিয়েও । তাই ব্যালেন্স করাটা খুব জরুরী ।

সব প্রশ্নের উত্তর মেলেনা । অন্যের মন্দ কাজের জন্য কেন শিশুরা ভোগে ? কেন তারা সারাটা জীবন মায়ের মন্দ কাজের জন্য লাঞ্ছিত হয় ? কে জানে ?

পরমেশ্বর যদি এই বিশ্ব নিয়ে খেলাই করছেন তাহলে এত দুখী কেন লোকজন ?

তার কারণ হল আমাদের সাত চক্র । এই সব চক্রে দানবীয় শক্তির প্রকোপে আমাদের এত কষ্ট ও দ্:খ হয় । তাই ৪টি মহাপ্রলয়ের পরে এইসব নেগেটিভ শক্তি পুরোপুরি সাফ হয়ে গিয়ে এক নতুন দিগন্ত দেখাবে ও সৃষ্টি হবে নব দিশার । তখন কোনো দু:খ থাকবে না কারো কারণ আশ্চর্য এক জগতের সৃষ্টি করবেন ভগবান । কেউ দু:খে থাকবে না আর । এমনিতেও সুক্ষ্মলোকগুলোতে ততটা সমস্যা নেই । নিম্নজগতেই সমস্যা বেশি । কিন্তু পরে এমন হবে যে কোথাও আর সমস্যা থাকবে না । কারণ আমরা কষ্টে থাকলে ভগবানও সুখে থাকেন না আর এটা তো খেলা । ক্রীড়া জগৎ । তাই যুদ্ধের কীইবা দরকার ? ভারত আর পাকিস্তানের তো ম্যাচ হয় । সম্ভব । কেউ তো লড়াই করেনা তখন । কারণ মনে শত্রুভাব থাকেনা । সেরকম এক জগৎ হয়ে যাবে যেখানে আজ যারা শত্রু কাল তারা বন্ধু হবে । আর সবাই মায়াখেলায় সুস্থভাবে মেতে উঠবে । মায়া সড়ক পেরিয়ে ।

না রইবে বাঁশ ; না বাজবে বেসুরো বাঁশরি । সেরকমই। চক্রই বদলে যাবে কাজেই যে বা যারা

দুরাত্মা অ্যাটাচ্ করে করে মানবদের ভ্রষ্ট করে থাকে , কষ্ট দেয় , শয়তানি শক্তিতে পরিণত করে ফেলে তারা আর সেসব করতে সক্ষম হবেনা । আর হয়ত তাদের মনের গঠণও বদলে যাবে সেইসময় । কাজেই আনন্দম্ থাকবে ।

==========

রাণী যার নাম সে কি মন্দ হবে ?

বহতা নদী কৃষ্ণার মতন নয় ; আদতে কৃষ্ণাই সে।

পবিত্র । ওঁর গর্ভধারিণী মায়ের নাম তো কৃষ্ণা তাইনা ? খুবই কাকতলীয় ব্যাপার ।

আর চুমকিদিদি ? অর্থাৎ দেবশ্রী রায় বা ব্রহ্মপুত্র নদ ? উনি এবার হয়ে যাবেন ব্রহ্মা । স্বয়ং ব্রহ্মাজী । বলেছি না অনেক মন্দির হবে এবার ওঁর ?

পুজো হবে । পুষ্কর ছাড়াও আরো অনেক স্থানে । আর স্বরসতী দেবী কে হবেন ?

আমাদের রূপসী অভিনেত্রী মুনমুন সেন ।

আমার মুনমুনদি । একজন্মে আমরা সহোদরা ছিলাম । এঁরা উন্নীত হবেন এইসব স্থানে । আবার পুণম মহাজন হয়ে যাবে ব্রহ্মপুত্র নদ কারণ সে এই

ধর্ম যুদ্ধে সাহায্য করেছে। আর গার্গীর পিসি যে অনেকটাই তসলিমা নাসরিনের মতন সেক্স বিপ্লবী ছিলো, সে আদতে দশ মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তার সহকারি বর্ণিনী। আর গার্গীর অন্যান্য পিসিরা, কৃষ্ণের গোপিনী।

মহর্ষি ভৃগু, ওরফে মনসুর আলি খাঁ পতৌদি, প্রমোদ মহাজনকে শাপ দিয়ে স্বর্গ থেকে নিচে নামিয়ে দেন কারণ সে ছিলো কুবের অথচ দেবীদের কামনা করতো । পার্ভার্ট । এই জন্মে, ভৃগু মহর্ষি জন্ম নিয়েছেন মুসলিম রূপে । তাই প্রমোদ মহাজন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ওপরে হাড়ে চটা । কারণ ধ্যান লিঙ্গের সামনে বসে সে জানতে পেরেছে যে তার পতনের কারণ কে ও কী । দেবত্বের শক্তি থাকলে অনেক সুবিধে তাইনা ? যদিও কুবের কিন্তু উপদেবতা ।

তাই এখন তারা বলে থাকে , মুসলিমস্ আর বর্ন টু বি আ টেররিস্ট ।

এদিকে নিজে এই ব্যাক্তি তার ভাগ্নী পঙ্কজা মুন্ডের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হতো । শৈশব থেকেই পঙ্কজাকে সেক্স ডল হিসেবে ব্যবহার করতো কেবল প্রমোদ মহাজন নয় পঙ্কজার পিতা গোপীনাথ মুন্ডেও । প্রমোদ মহাজন ও গোপীনাথ মুন্ডে দুজনে বন্ধু ছিলো । বড় হবার পরেও এই অভ্যাস চলতেই থাকে । একটা সময় পঙ্কজাকে এক সাইড থেকে

তার পিতা (পশ্চাৎ দিক) ও অন্য সাইড থেকে মামাজী ভোগ করতো এবং এই থ্রি-সামের রিল বা ভিডিও ডার্ক ওয়েবে পোস্ট করা হয় কিছু এক্সট্রা পয়সার জন্য । **কুলকুন্ডলিনীর এত অবমাননা ধর্ম্মে সইবে ?**

পঙ্কজা সেইসব নেত্রীদের মধ্যে একজন যে আধুনিক যুগের ধারাতে পা দিয়ে কনজিউমার সেক্স প্রোডাক্ট বিক্রিতে এক্সপার্ট । নিজ ব্যবহৃত স্যানেটারী ন্যাপকিন ও ট্যাম্পন বিদেশে পাচার করা তার একটি বিশেষ শখ ও ব্যবসা । তাতে একটু মল লেপন করে দিয়ে টেলর মেড করে করে-- বেশি চার্জ করে বিদেশে বিক্রি করে কোটিপতি সে ।

আব্ করুঙ্গী তেরে সাথ, গন্ধী বাত্ ----!

ডিজাইনার ইউজ্ড ট্যাম্পন ।

আর এই ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া হল প্রমোদ মহাজনের । গতজন্মে অঙ্গরাজ্যের রাজা । এই জন্মে বিজেপী স্টলওয়ার্ট । আই হ্যাভ গট দা ব্রেন্স , ইউ হ্যাভ গট দা ফ্লেশ্ লেট্স্ মেক লট অফ্ মানি । সেই পেট শপ বয়েজের গান অপরচুনিটিস্ ।

কুরূপকে রূপ দেওয়াতে পারদর্শী সে । সেক্স প্লাস্টিক সার্জেন । যৌন বিপ্লবী ও যৌন সংস্কারক

। যৌন সন্ন্যাসী । কি না বলা যায় । নিজ মল নিজ কপালে লেপন করে সিদ্ধিলাভ করা কিইনা করেছে ক্ষমতালাভের নেশায় আর ভাগ্নীর সাথে রমণ ও তার ঋতুস্রাব সেবন ও সমাজে প্রচার করা কি এমন কঠিন কাজ ? কতলোক আছে নীলছবিতে দেখনি ? যারা বসে বসে নারীদেহ ভক্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়না তাদের মলত্যাগ দেখে ও সেবন করে । এরা কেবল মানুষের রক্ত বার করেই ক্ষান্ত হয়না অর্থাৎ নরখাদক নয় এরা নারীর পরম পবিত্র রক্ত যা থেকে শিশুর জন্ম হয় তাকেও বাজারে বিক্রি করে থাকে । আর বিজেপী স্টলওয়ার্ট গোপীনাথ মুন্ডে যে মুম্বাইয়ের গুন্ডাদের ঠান্ডা করেছে বলে লোকে জানে **আদতে সওদা করেছে লাভের গুড় খাবার** ক্রিমিন্যালদের সাথে ও সেই গুন্ডে মুন্ডে নিজের মেয়েকেও ছাড়েনি । চুন্ডে চুন্ডে করে দিয়েছে ।

শুন্ডিতে না গিয়েও । কোন ভূতের রাজার বর পেয়ে কে জানে !

বিকৃত যৌনক্রিয়াতে লিপ্ত হবার কোনো সীমা নেই । কিন্তু এসব করতে করতে ভুলে যায় যে অর্গি ও বর্গীর বাইরেও একটা অপরূপ জগৎ আছে যার নাম মনুষ্যলোক আর সেখানে বিচরণ করার জন্যেই কোনো ঐশ্বরিক সত্ত্বা আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন

। সেখানে ফুল আছে , পাখির কুজন আছে, নির্মল বাতাস আছে , সিনেমা ও গান আছে , আছে নির্ঝর ও বরফ মাখা পর্বত শৃঙ্গ । যা অত্যন্ত কমণীয় ও ফুলেল ।

সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ না করাই বোধহয় ভালো ।

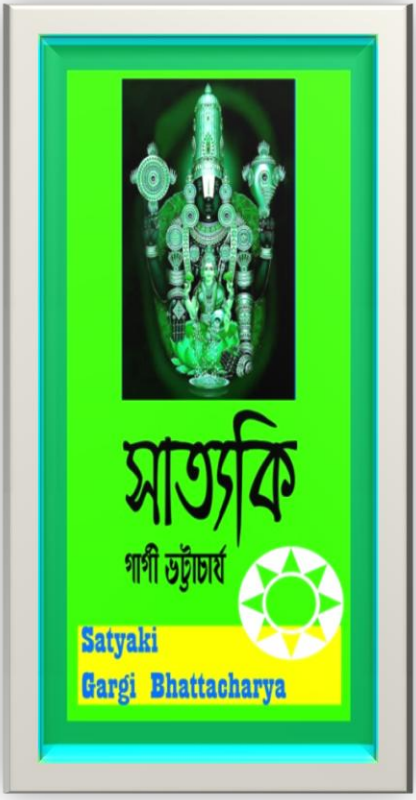
সাত্যকি
গার্গী ভট্টাচার্য
Satyaki
Gargi Bhattacharya

জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির মতন আধ্যাত্মিক লোকেরা হল স্পিরিচুয়াল ট্যুরিস্ট যাদের ধারণা বড় বড় সন্তরা ধরায় আসেন মানুষকে ইম্প্রেস করতে , উদ্ধার করতে নন । আধ্যাত্মবাদে সবকিছু নিজেকে এক্সপেরিয়েন্স করে দেখতে হয় । বই পড়ে হয়না । যুক্তি তক্কো গপ্পো দিয়ে হয়না । তাই জন্য সাধনা চাই ।

জিড্ডু, সারাটা জীবন লজিক আর র‍্যাশেনাল এর ফাঁদে পড়ে নিজেকে এবং মনুষ্য সমাজকে ঠকিয়ে গেছে । মনের বাইরে বার হতে গিয়ে ফেঁসে গেছে মনের অন্দরেই আরো । বড় বড় সন্ত যাঁদের অসংখ্য ভক্ত তাঁদের এই **হেগো গুরু** ফলো করেনা ।

কারণ এইসব বললে এই বিজ্ঞান মঞ্চের যুগে তার **পেদো শিষ্যরা** পালিয়ে যাবে ।

ওহে জিড্ডু মনকে মারো । এত প্রশ্নের কিইবা প্রয়োজন ? মাথাটা ঠান্ডা করে বসো । লেবুপাতার সরবৎ খাবে ? দেখবে সমাধি তোমাকে গ্রাস করে নেবে আর তখনই সেই লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে যার জন্যে ধম্মো ব্যবসাতে নেমেছো । তা এটা তো তোমার ব্যবসাই , তাইনা ?

নাহলে নিজের জগতের রথীমহারথীদের ইজ্জৎ দিতে শিখতে ---এক ফিজিসিস্টের কাজ হল আইনস্টাইন , স্টিফেন হকিং এর কাছ থেকে কিছু শিখে নেওয়া । তাতে তারই লাভ হবে ।
এঁদের অবজ্ঞা করলে হেলায় বহু জিনিস হারাবে তারা যা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতাও নেই কারো । জ্ঞানপাপী , সহস্র বরষের ধর্মবক জিড্ডু ।
কলা খাবে দয়াল বাবা ?
নাকি স্রেফ দোসা ?
কলার চিপ্স্ ?
মেদু বড়া ?
কার্ড রাইস ? সম্বরম্ ??
হা হা হা !
কুঁজোর চিৎ হয়ে শোবার শখ হয়েছে আরকি !!
সমাজকে ভ্রষ্ট করছে বিপথে চালিত করে ।

-আর একটিও কথা বলিলে তোমার মুন্ডু খসিয়া পড়িবে গার্গী ! ঋষি যাজ্ঞ্যবল্কের হুমকি । আমি ফেমিনিস্ট নই তাই কিছু মনে করিনি ।
আর আপনি তো আর ঋষিও নন আর এটা বৈদিক যুগও নয় তাইনা ? এখানে বেশি চেঁচালে নারীবাহিনী চলে আসবে আর তারা যোদ্ধা । ফেমিনিস্ট নয় । দুর্গার সপ্ত মাতৃকার বাহিনীর

মতন । দুর্গার সেই শক্তি আছে জিড্ডু রাক্ষস !
হাতী ঘোড়া গেলো তল , জিড্ডূ বলে কত জল !!

যা দেখা যায় তা হয়না । যা হয় তা আসলে দেখাও যায়না । নরেন্দ্র ভাই মোদিকেই দেখোনা । সবার ভাই তিনি ; আনন্দী বেন পাটেলের ছাড়া ।
শৈশবের প্রেম । তখন মোদি চায়ের দোকানে কাজ করেন । ভদ্রমহিলা স্কুল টিচার । সদ্য জয়েন করেছেন । খুব সাহসী ও সেল্ফলেস । সুশ্রী । মোদিজীর কাছে সুন্দরী , অন্তরের আলোতে ।
ওঁর চেয়ে ঢের বড় । ওঁকে বাচ্চু বলে সম্বোধন করতো আনন্দী । বাচ্চা ছেলে একটা তাই ।
চা পান করে চলে যেতো এই শিক্ষিকা । মোদিজীর মনে ধরে যায় । আত্মিক যোগাযোগ আছে ।
মোদিজী তো রাজা ছিলেন অনেক জন্ম তখন এই ভদ্রমহিলা ছিলো তার কনসর্ট । হয়ত তাই ।
অনেক সময় রাজাদের কনসর্টকে বেশি পছন্দ হয় , স্ত্রীদের থেকেও । সেই যোগাযোগ থেকে এই ভালোবাসার সুত্রপাত । বন্ধুরা জানতে চাইলে যে এত্তোবড় একজনকে তুই কি করে ভালোবাসলি ? মোদিজী বলতেন , আমি সেসব জানিনা যে এই মেয়েটি আমার প্রেমিকা কিনা কিন্তু আমার এর প্রতি আত্মিক টান আছে । এই সম্পর্ককে আমি

কোনো নাম দিতে রাজি নই । **এই মেয়েটি আমাকে রাশি রাশি কদম ফুল দেয় ।**

হয়ত অনাথ মোদিজীর জীবনে, এখানেই উনি একটু ছায়া ও বাতাস লাভ করেছিলেন । পালিত মাতা ও পিতা তো ভালোবাসতো কিন্তু আপনজন হয়ত আনন্দী বেনজীকেই মনে হয়েছিলো ।

ভদ্রমহিলা সেরকম সেলফিশ্ ও ছিলেন না যা শোনা যায় । নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করতেন । বিবাহিত জীবনে শান্তি ছিলো না । কোনো নার্কের (নার্সিসিস্ট) সাথে বিয়ে হয় যে আবার রমণীমোহন । হয়ত তাই অনেক পরে আবার সাক্ষাৎ হলে , মোদিজীর কাছে আশ্রয় চান এবং পরে লালায়িত হয়ে ওঠেন পাওয়ার এর জন্য । মানুষের ইগো কোন পথে কখন ধাবিত হয় কেউ বলতে পারেনা । তবে সঠিক পথে চলার সুযোগ সবসময়ই রয়েছে । দেরী বলে কোনো কিছুই নেই ।

সংসার ছেড়ে বার হয়ে আসার জন্য সলিড কারণ চাই তাইনা ? ভারতীয় নারীদের বিশেষ করে ।

সেটা আনন্দী জীর ছিলো ।

আবার উনি ভারতকে রক্ষা করেন অন্যভাবে । আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না । কিন্তু সেখানেও

ভদ্রমহিলা নিজের স্বার্থ না দেখে- অনেক বিজেপী কর্মীর মতন দেশের জন্য কাজ করেছেন ।

বিজেপী একটি গুপ্ত সংস্থা । ওদের অনেক অনেক লিডার রয়েছে যাদের কথা কেউ জানেনা । তারা রাঘব বোয়াল অথচ কেউ তাদের চেনেনা ।

বাংলায় গড়ে ওঠা ; স্বাধীনতার সময় ঐ যে সংস্থা-- সেই নামজাদা ও হৃষ্টপুষ্ট অনুশীলন সমিতির অনুকরণে সৃষ্ট **আর এস এস** এর এটাই মুল মন্ত্র ।

বি আ সাবমেরিন ।

যত কম অংশ দেখাবে তত মঙ্গল ।অ্যান্ড কন্ট্রোল দা মিডিয়া ।

আর এদের হিটম্যান ছিলো প্রমোদ মহাজন ।

যত হত্যা , গণহত্যা , নৃশংসতা দেখো সবই করেছে ঐ ব্যাক্তি । সমস্ত মন্ত্রীদের কন্ট্রোল করতো । নির্মলা সীতারমণকে দিয়ে আমর্স ডিলিং করাতো বিদেশের মাফিয়া ও উগ্রপন্থীদের ।

পাইসা পাইসা এই হল মহাজনের মন্ত্র ।

আহারে পাইসা বাহারে পাইসা ।

পাইসা বিনা জীবন জিনা জল বিন মছলি য্যায়সা ।

সরকারি সমস্ত ফাইনানসিয়াল সংস্থা থেকে অর্থের কারচুপি করা আর তাতে সিদ্ধহস্ত হওয়া , ক্রেডিট কার্ড ফ্রড করা , দেশকে অর্থ ধার করে রসাতলে পাঠানো আর ইকোনমিক হিটম্যান লাগিয়ে

ফাইনান্সকে ডুবিয়ে দেওয়া এই সবকিছুই প্রমোদ মহাজনের ব্রেন স্টর্ম করা সিদ্ধান্ত । যে বা যারাই এর বিরুদ্ধে গেছে তাদেরকেই মেরে ফেলা হয়েছে তুকতাক করে কোনো প্রমাণ না রেখে।

তান্ত্রিক উপায়ে থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা মেরে ।

যা মানুষের দেহে কেবল নয়, চেতনায় আঘাত করে । এবং **শ্রী এম,** নামক যেই ব্যাক্তি আগে মুসলমান ছিলো ও মসজিদে নোংরামো করার জন্য তাকে বিতাড়িত করা হয় সেক্স স্ক্যান্ডেলে ; তাকে ভাগাড় থেকে উঠিয়ে এনে হিন্দু বানিয়ে- এখন সাধুত্বের আসনে বসিয়ে তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে লোকের ক্ষতি করানোতে লাগানো হচ্ছে কারণ লোকটি ছিলো একটি মুসলিম তান্ত্রিক । অ্যাঁ ?

পোদে নাই চাম্

হরে কৃষ্ণ নাম ?

হিন্দু আবার করা যায় নাকি ? হিন্দুর ঘরে জন্ম ব্যাতীত কে কবে হিন্দু হয়েছে ?আর্য সমাজ , নাথ সম্প্রদায় এদের কেউ হিন্দু বলে ? **কারণ আমরা অন্য মঠ মসজিদের তাড়িয়ে দেওয়া ট্র্যাশদের গ্রহণ করিনা ।**

এই বিকৃত লোকটি নিজেকে মহাবতার বাবাজীর শিষ্য বলে প্রচার করেও ক্ষান্ত হয়নি ।

নিরীহ মুসলিমদের ধোলাই , জবাই না করে এই মোল্লা ব্যাটাকে ধরে ;একে রাস্তায় বার করে চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেওয়া উচিৎ ।

এ হল স্পিরিচুয়াল জিগোলো যে জাগ্গি বাসুদেবকে সার্ভিস দিয়ে এসেছে এতদিন ।

- থোরা অউর দে, পিছেসে রে **এম এম এম** মাল্টি মিলিওনেয়ার মন্সটার ।।।। শ্রী এম ; এর না আছে ছিরি না ছাঁদ না বিড়ি । মনে হয় সারাটাদিন এল এস ডি নিয়েই পড়ে থাকে এই ক্ষুদ্রাবতার বাবাজী । আর মাঝে মাঝে উঠে জাগ্গির সাথে তুকতাকে বসে ।

চিত্রা নক্ষত্রকেই দেখো । তার আধ্যাত্মিক জার্নি ছিলো সুন্দরী হয়ে জন্ম নিয়ে ও আর্টিস্টিক হয়ে জন্ম নেবার পরেও এই ইগোকে জয় করা যে সহজে কিছু লাভ করতে সক্ষম হচ্ছেনা ও রূপকে ভেদ করে মানুষের আত্মাকে চেনা । কিন্তু আমাদের

অ্যায়শ্ দিদিমণি, সুভাষ ঘাই নয় গাইয়ের সাথে শুয়ে(স্ভাষ গাই কেবল মেয়েদের গুঁতো মারে নাকি প্রুষদেরও তা জানিনা) সিনেমায় নাম কেনেন ও বলেন যে আমার তো কতনা বয়ফ্রেন্ড ছিলো কাজেই এও একজন সেরকমই । মন্দ কি শুয়েছি তো ? বিদেশীরা তো কত্তো বন্ধু রাখে ।

এসকর্ট সার্ভিস না দিলেও এই নারী মক্ষীরাণী ছিলো একসময় । সুক্ষ্ম স্তরে নিজের সৌন্দর্য্য বাজারে বিকাতে পছন্দ করে । তা থেকে সুবিধে নিতে ছাড়েনা ।

= উ, উম, উউ==ক্লিক ক্লিক=নাথিং সিরিয়স-

হা হা হি হি করে লোকের মনজয় হল এর নেশা ও পেশা । বচ্চন পরিবার একে ধ্রুপদী ও শাস্ত্রীয় করেছে ।

সিনে তারকা অনেকেই আছেন যারা মহা মহা রূপবতী যেমন সুচিত্রা সেন ,ভিন্নস্বাদের নার্গিস কিন্তু এনারা কেউ ফেসবুক ও ইন্সটাগ্রাম নয় ।

তারপর রাণী মুখার্জ্জীর ঘর ভেঙে অভিষেককে কেড়ে নেওয়া হয় বলে শোনা যায়, অমিতাভ বচ্চনের পুত্রবধূ হবে বলে কারণ সলমন তাকে টাইট দিচ্ছিলো । তার হাত থেকে বাঁচতে । সেসব ঠিকই আছে । কিন্তু নিজের ডিগনিটি বজায় না রাখতে পারার জন্য ওনার পদস্খলন হবে ও

আধ্যাত্ম জগতে ওনাকে নিম্নগামী হতে হবে । ওনার সাথী অর্থাৎ যেই কম্পন বলয় থেকে উনি এসেছেন সেই চন্দ্র (নক্ষত্রের স্বামী) ওনাকে পরিত্যাগ করবেন ও এরপরে এই দেবী নেমে গিয়ে মা কালীর সাথী ডাকিনীতে রূপান্তরিত হয়ে যাবেন । ওনাকে দানব নন্দিনী হয়ে যেতে হবে দেবী থেকে । কারণ নিজের লালসাকে উনি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন ।পার্থিব জগতে আজকাল এসব কিছুই নয় কিন্তু মৃত্যুর পরে যথেষ্ট ছায়া ফেলবে ।

ওঁর স্পিরিচুয়াল দেহ তাই কদাকার রূপ ধারণ করেছে বাইরে অপূর্ব হলেও । জায়গায় জায়গাতে কুঁচকে গেছে ও পুড়ে গেছে ।

আসলে ওঁকে এবারে দেখতে হবে যে সৌন্দর্য্য ও অপরূপ দুনিয়ার বাইরেও জগৎ আছে ।

খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার নয় , এর বাইরেও জগৎ আছে । আর এটা আধ্যাত্মিক শিক্ষা আরকি ।

আর ওনার সুক্ষ্ম স্পিরিচুয়াল শক্তি , জ্ঞান ও হিলিং এনার্জি ওনাকে একজন ভালো ডাকিনীতে পরিণত করবে যা মানুষের কাজে লাগবে । ডাকিনী পুজো হয় কিন্তু । আমার মনে হয় উনি শিখে নেবেন তাই পরে উত্তরণ হয়েই যাবে । **রাহুর কবলে পড়ে কলিকালে দেবতারাও ভ্রষ্ট হয় । নরেন্দ্র**

মোদি , ঐশ্বর্য্য রাই, রবীন্দনাথ- এঁরা তার প্রমাণ ।
তাই রাহুর শক্তি ভগবান কমিয়ে দেবেন ।
মায়ার ভেতরেও মায়া তৈরি করে ফেলে ঐ রাহু ।
মহামায়াকেও মায়াতে বাঁধতে আগ্রহী হয় সে । যা কাম্য নয় । তাই পতিত হন দেবদেবীরাও ।
এই পতন রোখার নামই সাধনা ।
গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসানো একজন ঐশ্বরিকের উচিৎ নয় তাহলে মৃত্যুর পরে তাকে অশেষ বেদনা পেতে হয় আত্মার সুক্ষ্মতায় । তবে এসবই কিন্তু এনার্জি লেভেলে । পার্থিব জগতে ততটা মন্দ লোকে নাও মনে করতে পারে ।
আর এসবের থেকে উত্তরণ ও বার হয়ে গেলেই আউট অফ্ ম্যাট্রিক্স বা মোক্শা । গেম ওভার ।

ঐশ্বর্য ; সুন্দরের পূজারী ও তার জন্য লালায়িত সর্বদা - **ধারাভী শব্দটা তাঁকে পীড়া দেয় ।** তাই কন্যা রূপে এক দানব নন্দিনীকে পেয়েছেন । এই মেয়েটিও সুযোগ সন্ধানী এবং নিজের স্বার্থের জন্য যেকোনো কাজ করবে । মায়ের চেয়ে রূপসী হলেও এর চারপাশে গাঢ় মেঘমালা । দানবীয় শক্তির খেলা । লুজ মরাল হবে তবে সে অবশ্যই পঙ্কজা মুন্ডের স্তরে নামবে না কখনোই কিন্তু মানুষকে হুল ফোটাতে ও ধবংস করতে এর জুড়ি

মেলা ভার হবে । আর অসম্ভব ভালো সৃজনশীলতা থাকা সত্ত্বেও এই মেয়েটি রাজনীতিতে যাবে পাওয়ার লোভী বলে । সে পাওয়ার পলিটিক্স এসবে বিশ্বাস রাখবে এবং তার জন্য তিরস্কৃতও হবে । পার্থিব জগতে এগুলি হয় নানান দোষের কারণে, জ্যোতিষ চার্টে । ঠিকুজীতে । তাই ওর যদি বিশেষ পুজো করানো হয় কিছুটা কমে যাবে । ও চাইলে একজন খুব ভালো অভিনেত্রী , নৃত্যশিল্পী কিংবা প্রচন্ড উচ্চস্তরের অঙ্কন শিল্পী যাকে বলে মায়েস্ট্রো সেরকম **গ্রেটেস্ট** গ্রেটেস্ট আর্টিস্ট হতে সক্ষম । কিন্তু ও যাবে রাজনীতিতে কারণ ও শক্তিশালী হতে চাইবে । তবে এই বিভাগে সে মুখ্যমন্ত্রী পদের বেশি এগোতে সক্ষম হবেনা ।

সুস্মিতা সেন বরং কিছুটা ভালো অবস্থাতে আছেন । উনি এক গন্ধর্ব ,নাম গীতারতি । ধার্মিক গন্ধর্ব আরকি । অনিল আম্বানীর কন্যার মাতা কিন্তু নিজ কন্যাকে অনাথালয়ে দিয়ে আসেন নি । মানুষ করেছেন বুকে করে ।আর অনিল আম্বানি খুবই দাতা প্রকৃতির । ব্যবসাদার হয়ত তুখোর নন । মেয়ের সঙ্গেও দেখা করেন রং জোছনায় , হোলিতে । দায়ভারও গ্রহণ করেন । সুস্মিতা কিছু লুকাতেও বিশ্বাসী নন ।

খোলামেলা জীবন যাপন করেছেন । নিজের মতন জীবন কাটিয়েছেন । যা বিশ্বাস করেছেন তাই করেছেন ।

কাজি নজরুল ইসলাম ছিলেন বরাহ অবতার , ভগবান বিষ্ণুর।তাই ওঁকে কালো জাদু করে ,মানসিক রুগিতে পরিণত করা অসম্ভব কষ্টদায়ক হবে সেইসব স্রষ্টাদের জন্য যারা এককালে এসব করে ওনাকে লুপ্ত করার চেষ্টা করেছে । কারণ তাদের মতে একটা রাজ্যে একজন নোবেল লরিয়েট থাকাই ভালো । ঐ প্রাইজের জন্য লোকটি বিদেশিনীকে শয্যা গরম করার আহ্বানও জানায় ।
এ মণিহার আমায় নাহি সাজে ।
তাহলে ত্যাগ করেন নি কেন ?
অহং । ম্খোশ ।
আর নজরুল ছিলেন সম্ভাব্য ক্যান্ডিডেট । আর তিনি যেন না পান তাই তাঁকে তুকতাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে পাগল করে দেন ইনি, পখ্যাত লোকটি ।
অনেকেই জানে যে **রবিন্দোনাত** নিয়মিত তন্ত্র চর্চা করতো শান্তিনিকেতনের বনবনান্তে , সাঁওতালিদের মাঝে গিয়ে ট্রাইবাল গডদের উপাসনা করতো । আর আআ নামাতো সে, কে না জানে । কিন্তু কথা ছিলো **যে ডেস্ট্রয় নজরুল আফটার আই ডাই আদার**

ওয়াইজ পিওপেল উইল বিকাম প্যারানয়েড্ ।
শান্তিনিকেতনের কালা চিঠ্ঠা এবার খুলে যাবে ।
ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের পিরালি ব্রাহ্মণ থেকে ব্রহ্মদৈত্য হয়ে ওঠার কাহিনী । **আশমিকেরাই,** ওরাই এবার ব্যক্ত করবে কী হতো সেখানে ।
আর এই দুই প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও শান্তিনিকেতন ধবংস হয়ে যাবে । মহাশ্মশানে পরিণত হবে । রহস্যজনক ভাবে ।
কেউ যদি মনে করে এগুলি কোনো শয়তানি শক্তি তাহলে তাদের কূলদেবতা তাদেরকে স্বপ্ন দেখাবে অথবা দৈববাণী হবে যে এসব শয়তান রবীন্দ্রনাথ যে অনেক অনেক লেখকদের নষ্ট করেছে তার কীর্তি তার কাছে ফিরে আসছে ।
মুখে ঈশ্বরের বুলি আর অন্তরে কাদা !
ওহে ধূর্ত রবীন্দ্রনাথ !
তারাশঙ্কর , বঙ্কিমচন্দ্র কেউ টিঁকলো না তোর শয়তানির কাছে ?
এবার তোর নত হবার পালা ।
কহক নয় এগুলি সত্য ।
দেখো । কপালকুন্ডলার মতন চরিত্র কৈ ?
কোথায়ই বা ইন্দিরা ?
ভেবেছো কি মনে ? এই জীবনে তুমি যাহা করে গেলে কেউ জানেনা ? বারে বারে আর আসা হবেনা

? হবে ? হবে এবার ম্সলিম গৃহে । কারণ তুমি মুসলমানদের ঘৃণা করতে ।

আর নজরুল ফার্সী শব্দ ব্যবহার করতেন বলে তাঁর লেখায় ; তুমি ওকে বর্জন করতে আদেশ দাও । কিন্তু নজরুলের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে ।

নজরুল ডাইনামিক । তেজস্বী । নারীলোলুপ নন । দৃঢ়চেতা । অসম্ভব সৃজনশীল ।তোমার মতন কালাজাদু করে বই নামান না , কাজেই একে ফিনিশ না করলে হবেনা ।

তাই একেবারে রাতারাতি নজরুল ও তাঁর স্ত্রী হয়ে গেলেন এমন অসুস্থ যে কিইবা বলা যায় !

ওরে পাষন্ড রবীন্দ্রনাথ একটূ ও দয়া হলনা তোর ?

আর দেখ কাকে তুই বিকল করেছিলি ! **স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর অবতার , বরাহ অবতার- নজরুল ইসলাম ।** মুসলিম পরিবারে হিন্দু দেবতা ? অ্যাঁ ?

চমকে থেকে বমকে গেছেন রমণী মোহন রবি ।

আরে হবি হবি আরো অবাক হবি ।

তাই বলি যে পিলার ভাঙতে যাস্না । স্তভ নাড়াতে যাস্না । কে জানে স্তভের আড়ালে কি লুক্কায়িত আছে ? **এক একটি স্তম্ভ ভাঙলে দেখছিস্ তো পাষন্ড, নরসিংহ দেবই বেরিয়ে আসেন ।**

এবার বরাহ অবতার হিসেবে এসেছেন স্বয়ং কাজি নজরুল । আর বেশি নারীর দিকে কুদৃষ্টি দিস্ না রে

রবীন্দ্র ! যদি স্বয়ং মা দুর্গা চলে আসে ? একেবারে ১৮ হাত নিয়ে ? পারবি তুই এই আধুনিক লালসার যুগে ?

এবার তোর জন্ম হবে ইসলাম পরিবারে আর তুই সেই ফার্সী ভাষাতে উল্টোদিক থেকে লিখে লিখে কারণ ইরানে ওভাবেই লেখে , কাব্য রচনা করবি আর তাতে তুই ভগবৎ প্রেমের কথাই লিখবি । এতে যদি মানুষের মন ফেরাতে পারিস্ ভালো নাহলে কালগর্ভে পতিত হবি যার থেকে তোর সহজে মুক্তি হবেনা । তোর ঠাকুর পরিবার ও জোড়াসাঁকো ধ্বংস হয়ে যাবে । কেবল শর্মিলা ঠাকুরের দিকটা বেঁচে থাকবে । সেটাও ওঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির জন্য । সঈফ আলি খাঁ এর উত্তরণ হয়ে যাবে ।সে এবার ব্রাহ্মণী মাতাতে উন্নীত হবে । এই মাতা হলেন সপ্তমাতৃকার একজন । গায়ক নচিকেতা চক্রবর্ত্তী হয়ে যাবেন বৈষ্ণবী মাতা । সেই সপ্তমাতৃকার একজন । লিস্টে দেখে নেবেন এঁরা কোন দেবতা বর্তমানে । অভিষেক বচ্চন হবেন মাতা মহেশ্বরী । সেই সপ্ত মাতৃকা ।

রবীন্দ্রনাথ কোনো গুরুদেব নয় আর আলখাল্লা পরলেই কেউ সাধু হয়না ।

এই রবি হল নিছকই এক শয়তান কবি । এই ব্যাটা নয় কোনো নবী । যা আপামর বাঙালী একে সাজিয়ে রেখেছে ।

বটমলাইন, ঘৃণা কদাচ নয় । শয়তানি বর্জনীয় ।

পাপ রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়েনা এর দাদ্ পাপী কারণ পতিতালয়ের ব্যবসা করতো সেইকালে অর্থের লালসায় বাহ্মণ সম্মান হয়েও ।

এবার অন্যান্য লেখকেরা জনপ্রিয় হবেন । আবার বাংলা সাহিত্য পড়বে লোকে । বঙ্কিমের ভাষা যদি খটমট মনে হয় তাহলে সেগুলি এ-আই দিয়ে রিরাইট করা হবে । আমি জানিনা তার অর্থ কি । এই সংকেত আমার কাছে আসছে ।

তারাশঙ্কর ,শরৎচন্দ্রের মতন মহান লেখকদের লেখা আবার ছড়িয়ে পড়বে সমাজে । রবীন্দ্রনাথের গাঢ় কালো মেঘ সরে গেলেই । এনার্জি স্তরে ।

আরেক মহান স্রষ্টা কাজি নজরুল ইসলামের লেখা এবার বিশ্ব দরবারে পরিবেশিত হতে পারবে কারণ **রবীন্দ্রনাথ শয়তান এটা আটকে দিয়ে যায় বগলামুখী তন্ত্র প্রয়োগ করে যাতে নজরুল কোনোদিন নোবেল না পান । এই মুসলিম হেটার এতই খতরনাক্ ছিলো ।**

এবার হয়ত নজরুলকেও নোবেল পুরস্কার দিয়ে দেওয়া হবে মরণের পরে এইরকম বলে ।

এদিকে পারস্যের পুরুষোত্তম বুনো গোলাপ আয়াতোল্লা ; আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন । ঐ ভয়ানক মৃত্যু তো তার আর হবেনা । সদগুরু জাগ্গি বাসুদেব যদি নিজেকে উৎসর্গ করে আদিযোগীর কাছে যাঁর, সে স্বার্থপরতার সাথে হলেও অনেক অনেক বার পূজন ও ভজন করেছে তাহলে তারও কিছু সুবিধে হতে পারে । ভুল সবারই হতে পারে কিন্তু প্রায়াশ্চিত্ত করাটাই বেশি দরকার ।

আরেক রমণী সুচিত্রা ভট্টাচার্য । আনন্দ বাজারের মক্ষীরাণী । পার্ভার্ট রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৈথুন সাথী । নিজের ক্লাস টেনের বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া ও বিয়ে করা বরের থেকে একেই বেশি ভালোলেগেছে সারাটা জীবন ।

লম্পট এই নারীর সৃষ্টি অখাদ্য । এক ধারসে লিখে গেছে । না কোনো ছিরি আছে না ছাঁদ ।

মুখে ফেমিনিজমের বুলি কারণ ওটা এখন বাজারে বিকায় অথচ বিদেশে আসে ভাইকে বগলদাবা করে । **এন আর আইদের** বক্তব্য যে তাদের ছিবড়ে করে নিয়ে ফেলে দেয় । দামি বিলাসবহুল গাড়ি যা এই হতচ্ছাড়া মহিলা কোনোদিন কিনতেও সক্ষম কিনা তাই চড়ে ঘরে বেড়ানো আর ফিরে গিয়ে ইমেলের জবাব না দেওয়া এই রুড মহিলা যার বক্তৃতা/কথাগুলি শুনলে মনে হয় সময়টা নষ্ট করলাম সেই ব্যাক্তি জয় গোস্বামীর সাথে দলবেঁধে একটি তন্ত্রের আসর চালাতো । সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কুৎসিত উপন্যাসটি লেখে দেশ পত্রিকায় বিকৃত তন্ত্র নিয়ে তার রসদ কোথায় পায় সে ? এদেরই আসর থেকে । আনন্দবাজারে রোজ কটা পাতা জুড়ে তান্ত্রিকের বিজ্ঞাপন বার হয় ? লোকের ক্ষতি করার জন্য ? আর কেন হয় ? একটা সভ্য সমাজে এইজাতীয় কুরুচিকর বিজ্ঞাপন দিনের পর দিন কেন বার হচ্ছে আর কেউ তার প্রতিবাদ করছে না কেন ? প্রকাশ্যে বাণ মারা, বশীকরণ করা কি করে লোকে এসব আহ্বান করে বিজ্ঞাপন জারি করতে পারে ? এই পত্রিকাকে কি কেউ কালচার্ড বাঙালির মস্বড় পত্রিকা বলতে সক্ষম ? কারণ এর পেছনে আছে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় , জয় (

সেক্স টয় গোস্বামী) আর সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মতন শয়তানের এজেন্ট ।

নানান অশুভ শক্তিকে জাগিয়ে এরাই মানুষের ক্ষতি করে আসলে আর নিজেরা লাভের গুড় খায় ।**সুচিত্রা ভট্টাচার্য যা লেখে তা এ-আই অ্যালগরিদম্ দিয়েই আজকাল জেনেরেট করতে পারে এতই নিম্নমানের লেখিকা এই মহিলা । আর বইয়ের পর বই লিখে গেছে যার মধ্যে বিশেষ কোনো বিষয় বস্তু নেই কেবল থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড় । আদতে এর ক্রিয়েটিভ ডাইরিয়া হয়ে গেছিলো ।**

আর এই ভাগলপুরের খোটুয়ার রাইটিং হঠাৎ উন্নাসিক বাঙালি পড়তে আরম্ভ করলো কীদৃশ ?

ক্লাস টেনে নিজের পছন্দের ছেলের সাথে ভাগল্‌বা । তারপর টেনেটুনে বি-এ পাশ । এরপরে তুকতাকে ডক্টরেট । আনন্দবাজার আপিসে যাতায়াত ।

ব্যস্ কেল্লা ফতে । বাজার আনন্দকেও গিলে খেয়েছে এই তারকা রাক্ষসী । ঋণাত্যাক এনার্জি দিয়ে ;মারা গেছে আপদ গেছে ।

এবারে একেবারেই জায়োনিস্ট ভায়োলেন্স হয়ত কমে যাবে আয়াতোল্লার কারণে । কে জানে !

তবে আয়াতোল্লা কিন্তু দানব/রাক্ষস নন । জাল জাগ্গির মতন ।

শোনা যাচ্ছে মোসাদের টপ নট্ অফিসার ইজরায়েলে শান্তির বারি ছড়িয়ে দেবেন । ফিলিস্তিনিদের আলাদা দেশ নয় উনি নিজেদের দেশভুক্ত করে নেবেন এবং নাগরিক রূপে মর্যাদা দেবেন যা করতে চেয়েছেন পূর্বসুরীরা, ইত্ঝাক রাবিন ও অন্যান্যরা । হয়ত কিছুটা অন্যভাবে ।

এই নব দেশের নাম হবে মসী । মোজেজ এর নামে । মোজেজকে এমন কে আছে যে চেনেনা ?

সেই তাঁরই নামে এই দেশের নাম দেওয়া হবে যাতে মুসলিম, ইহুদি ও খ্রীস্টান বা অন্যান্য ধর্মের মানুষের কোনো আঘাত না লাগে, মনে ।

সবার কথা মনে রেখে এই নব স্থানের সূচণা করা হবে । মনে রাখা দরকার যে মানুষের জন্য ধর্ম , ধর্মের জন্য মানুষ নয় । মানুষই যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে ধর্ম কি করবে ?

গাজায় ফুটবল খেলবে ? কার সাথে ?

জাল জাগ্নির সাথে ?

আর এই কারণে মোসাদের চিফ্কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে । এই প্রথম প্রকাশ্যে কোনো গুপ্ত সংস্থার অফিসারকে সম্মান প্রদান করবে সমাজ যা ওদের অফিসারদের সিক্ত করবে পজিটিভ এনার্জিতে । কারণ তাঁরা কিইনা করে থাকে দেশের জন্য ,দশের জন্য ? অথচ না তাঁরা পায়

রেকগনিশান না পরিচিতি । আমি বলছি না যে এর জন্য তাঁরা কাজ করেন কিন্তু সবারই তো ভালোলাগে না একটুকু উষ্ণতার পরশ ?

তাঁরা প্রচন্ড শীতে বাস করেন । আর তখন কেউ যদি এক কাপ গরম চা নিয়ে আসেন কার না ভালো লাগবে ? দারাপুত্র পরিবারকে ত্যাগ করে নকল সেজে সেজে জীবন কাটানো ও ধরা পড়ে গেলে দেশ ও তাঁদের পরিত্যাগ করে অথচ কেউ তাঁদের কথা বলেনা আবার এদিকে একধারে তাঁরাই সমাজে আইন শৃংঙখলা একভাবে বজায় রেখে চলে ; বড় বড় অপারেশান গুনো করে করে-নাহলে রাজনীতি তো দেখছো কিভাবে চলে , কাজেই এবারে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁদের এই কাজকম্মোকে স্বীকৃতি দেবেন । আর মালালা ইউসুফকে নোবেল প্রাইজ থেকে স্ট্রিপ্ করে দেওয়া হবে । কারণ সে শয়তানি শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই পুরস্কার পায় ।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে । আর জায়োনিস্ট গ্রুপ তাকে এই পুরস্কার দেয় ইসলাম ধর্মকে কালিমালিপ্ত করার জন্য ।**হু ইজ মালালা ইউসুফ্? কে তাকে মারতে গেছিলো ?**

তারা কি আদৌ সন্ত্রাসবাদী ?

কোথায় তার আদি বাসা ?

ইজ সি আ ব্লাডি হোর্ ?

হ্যাজ সি স্লেপ্ট উইথ সাতানিক চার্চ পিওপেল ?
কত টাকা পেয়েছে অ্যান্টাই মুসলিম প্রচারের জন্য এই বিচ্ ?

হয়ে যাক্ একটা ইনভেস্টিগেশান তাহলে ?
সব বার হয়ে আসবে গলগল করে । নোবেল কমিটি মালালার প্রাইজকে ঐতিহাসিক ভুল বলে ওর প্রাইজ কেড়ে নেবে ।
ওকে সারাটা জগৎ বেইজ্জৎ করবে ।
ও আত্মহত্যা করবে ।

অ্যান্ড্ ডিলিট হার ফাইল্স্ ফ্রম দা সিস্টেম ;গিভ্ এন্ট্রি টু নিউ মোসাদ বস্ ডেভিড্ বার্নি হু ইজ দা এজেন্ট অফ্ গড । লর্ড সুব্রাহ্মনিয়ামের রূপ উনি । তিরুত্তানির কার্তিক ঠাকুর ।

দুনিয়াতে যে কজন এজেন্টের কোমল সাইড আছে তার মধ্যে উনি অন্যতম । অন্যরা হলেন অজিত ডোভাল , কাশেম সলোমানি আর ইমাদ্ মুগনেয়ি ।

শিরডি সাঁইবাবার একটি অমৃত বাণী আছে ,
গড্ হ্যাজ এজেন্টস্ এভরি হ্যোয়ার ।

এখন দেখো । সত্যি কিনা কথাটা ?
শয়তান পারে কখনো ? সময়ের অপেক্ষা কেবল ।

ইতিমধ্যে হিলারি ক্লিন্টনের উত্তরণ হয়ে যাবে মা চামুন্ডায় আর জয়া বচ্চনের মা তারায় । একজন সপ্ত মাতৃকার একটি রূপ আর অন্যজন হলেন ১০

মহাবিদ্যার এক রূপ । চামুন্ডা দেবীকে স্বয়ং পার্বতীর একটি রূপ বলে ধরা হয় এবং পুজো করা হয় যদিও অন্যান্য মাতৃকাদের একক পুজো বিধি প্রচলিত নেই এবং তাঁদের পুরুষ শক্তিও পুজিত হন ।

ধর্মগুরু শ্রী-এম আদতে মুসলিম ছিলো ।

মসজিদে তন্ত্রসাধনা করার সময় সেক্স সংক্রান্ত স্ক্যামে জড়ায় । আদতে অনাথ । বাপ-মায়ের ঠিক ঠিকানা নেই কিন্তু কোনো সংবেদনশীল ব্যাক্তির কৃপায় সমাজে স্থান পায় । পরে ফ্রি লাঞ্চের জন্যে মসজিদে চলে যায় । কিন্তু স্বয়ং ওয়ারেন বাফে কি বলেছেন ? **দেয়ার ইজ নো ফ্রি লাঞ্চ ইন দিস্ সোসাইটি ।** হয়ত তাই ওখান থেকে তাড়িয়ে দিলে হিন্দু হয়ে যায় কিন্তু সত্যি কি হিন্দু হওয়া যায় ? যায়না । হিন্দুত্ব অর্জন করতে হয় ।

তাই আর এস এস একে হিন্দু বানালেও এতো হিন্দু নয় । এখন মুসলিমদের মুন্ডপাতে বিশ্বাসী । আসলে এর মতন লোকেরা কারোরই হয়না ।

নিজের সো কলড্ মঠে মহাবতার বাবাজীকে ঢুকিয়ে কিছু কামিয়ে নেবার ধান্দায় আছে ।

পাড়ার নাটকে যেমন অমিতাভ বচ্চনকে আনতে পারলে একটা দারুণ ব্যাপার হয়ে যায় সেরকম আরকি । বাবাজী এখনও জীবিত ও লোকালয়ে

আসেন না । আর বাবাজী কেন অসংখ্য সিদ্ধযোগীরা অরুণাচল , হিমালয় এবং নানান পাহাড় পর্বত, গুহায় বাস করছেন । নর্মদায় চলে যান । মহাকালেশ্বরে যান । আরো কতনা পুণ্যভূম আছে । আপনি বাবাজীকেই আনবেন কারণ আধ্যাত্মবাদের কিছুই জানেন না আপনি । সবই পুথি পড়া বিদ্যা । যা মার্কেটে তাই তো জানেন আপনি ! টুকলি/ মুখস্থ করে কি আর ফার্স্ট হওয়া যায় ? সাবজেক্ট শিখতে হয় ।
নাকি সেই বছর **আমার বলা অন্যগুলো** ইম্পর্টেন্ট ছিলো না প্রশ্নপত্রে ?
হ্যাঁ জৈন নন, যৌন সাধু শা **এম**, মাদকাসক্ত ?

হিন্দু মুসলিমে যেমন লড়াই সেরকম জায়নবাদী ও মুসলিমে লড়াই । তারা কুকুর বিড়ালকেও জল দেয় কিন্তু মুসলিমদের দেয়না ।
বাংলাদেশ ও মায়্নামার এলাকায় আবার মুসলিম ও বৌদ্ধ্যদের ভেতরে একইধরণের লড়াই লাগে । কাজেই যা দেখার তা হল শান্তি পেতে সবাই আগ্রহী কিন্তু **অশান্তি দানব** আর কাউকে ছাড়েনা ।
যুগ যুগ ধরে এই দানবই নানান আকার নিয়ে আমাদের ধ্বংস করতে এগিয়ে আসে । কখনো সে

মহিষাসুর , কখনো বা কংস, হিরণ্যকশিপু , আর কখনো বা নিছক জাগ্নি বাসুদেব বা কামাসুর ।

কাম কাম শুধু কাম দাও কোকোকোলা চাইনা ।

কামাগ্নিতে জ্বলে পুড়ে ছাই জাগ্নি ভাই , ওং কামাং করং কামাং করং ঢিসুম- !

জাগ্নাসুর খতম্ । রুদ্রাবতার ভবঃ এর ত্রিশুলে ।

কাম কেষ্ট রজণীশ কেবল নিজেকেই ধবংস করেনি আরো অনেক অনেক প্রজন্মের মানুষকে নিচে নামিয়ে গেছে তার বিকৃত দর্শন দিয়ে । তাই একটা সময় একে **যৌনরোগ কীট** হয়ে জন্ম নিতে হবে । নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গতে বসবাস করতে হবে ।

সদগুরু জাগ্গি বাসুদেব যুবক হবার পর থেকেই শিশুদের স্কুলে গিয়ে বিশেষ করে অফ্যান তাদের টফি ও খেলনা দিয়ে চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যেতো ও ধর্ষণ করে দিয়ে পালিয়ে যেতো। এগুলো তার বন্ধু গোপীনাথ মুন্ডেকে নিয়ে পরে করতো ও মূলত: অনামী শহরগুলোতে করতো।

পরে অর্গানাইজ্ড ক্রাইম গ্যাং এ যুক্ত হওয়ায় কিছু সুবিধে হয়। এবং রাজনীতিতে ঢুকে গেলে আরো সুবিধে হয়। **বিজেপী স্টলওয়ার্ট প্রমোদ মহাজন ও গোপীনাথ মুন্ডের এই হল আসল রূপ।**

পরে নিজের সহোদরার সাথে গোপীনাথের বিয়ে দিয়ে দেয় প্রমোদ মহাজন শয়তান। যাতে শয়তানি করতে সুবিধে হয়। ঘরের কথা ঘরেই থাকে। এর ভয়ে রেখা মহাজন নিজ কন্যাকে বাঁচাবার জন্য তার পিতার যৌন আক্রোশ থেকে এক তান্ত্রিক রক্ষাকবচ দিয়ে পুণমকে বেঁধে দেয়। এখন রেখাদিদি বলে যে এর চেয়ে আমি চাই আমার পশু জন্ম হোক্। অন্তত: এত বদনাম সইতে হবেনা।

ভালোবেসে বাড়ির অমতে যাকে বিয়ে করি স্কুল টিচারের পুত্র, সংস্কারি ভেবে সে আমাকে এত নিচে নামাবে তা ভাবিনি। আমার জীবনটা তচনচ করে দিয়েছে। আজ আমার আর কিছুই নেই। না সম্মান আছে না সন্তানগুলো বাঁচবে। এর চাইতে

আদরের কুকুর বা বিড়াল হয়ে বেঁচে থাকাই হয়ত শ্রেয় আজকের দিনে ।

যাইহোক্ এখন আমাদের সুমন্ত্রী নীতিন গাড্কারিজী ভারত ও পাকিস্তানকে আবার সংযুক্ত করে দেবেন ও কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করে দেবেন । এত্তোবড় একটি কাজ করার জন্য ওঁকেও নোবেল দেওয়া হবে ; শান্তি পুরস্কার হিসেবে । **অর্থাৎ সত্যিকারের শান্তি আনার জন্য মানুষেরা পুরস্কৃত হতে শুরু করবেন ।**

শয়তানের এজেন্ট এর পর্দা ফাঁস হতে থাকবে এবার ক্রমাগত । কিভাবে ধবংস করেছে জগৎকে । আর ইরান, ইরাক, সিরিয়া সব একটিমাত্র দেশ হয়ে যাবে । অনেক অনেক আগে ইরাক ছিলো ইরানের মধ্যেই । এদিকে ভারত ও পাকিস্তান মিশে যাবে । এই বেল্টটা একটি শক্তিশালী আধ্যাত্মিক গর্ভগৃহের মতন । ইরান অত্যন্ত শক্তিশালী স্পিরিচুয়াল দিক থেকে । অনেকটা আমাদের ভারতের মতন । হিমালয় পাহাড়ে আছে আধ্যাত্মিক এনার্জি । সেরকম ওদের দেশেও তা প্রচুর মাত্রায় সংরক্ষিত । প্রখর পুণ্য আলোয় উদ্ভাসিত ঐসব এলাকা তাই এই গোটা অঞ্চল হয়ে উঠবে আগামি ৫০০০ থেকে ৬০০০ বছরের নতুন বাতিঘর== এই বসুধার বুকে ।

গুহ নম:শিবায় এর প্রখর রুদ্র অবতারের শক্তি অরুণাচলেশ্বর ঠাকুরকে এই ধরায় নামিয়ে আনেন । উনি প্রতিজ্ঞা করে যান যে একমাত্র লর্ড অরুণাচলেশ্বর ব্যাতীত আর কারো কাছে উনি সারেন্ডার করবেন না মোক্ষের জন্য । **তাই এই ঠাকুরকে নেমে আসতে হয় ধরিত্রীতে । আর এই রূপের নামই শ্রী রমণ মহর্ষি ।**

এবার বলো মোক্ষ কি ?

মোক্ষ হল শেষ অবস্থা যেখানে বিবর্তন শেষ হয়ে যায় । আমাদের লাস্ট অবস্থা হল পরম জ্যোতিতে মিলে যাওয়া । সেখানে পরম শান্তি । নানান রূপ ধারণ করতে করতে একদিন অরূপ লোক থেকে ঐ জ্যোতিতে মিশে যাওয়া আরকি ।

তাই স্কন্দপুরাণ ও অরুণাচল মাহাত্ম্যম্ এইসব পুথিতে লেখা আছে যে এই শতকে শ্রী রমণ মহর্ষি এই জগতে জন্ম নেবেন ও অনেক শৈব সাধক বলে গেছেন যে তাঁদের প্রিয় শিবঠাকুর এই অবতার রূপে ধরায় আসছেন ঠিক ঐ সময়তেই ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও রামলিঙ্গ স্বামী এদের মধ্যে অন্যতম ।

যখন ঈশ্বরকে আমরা রূপে চাই; তখনই অবতারেরা দেহধারণ করে নেমে আসেন এই জগতে ।তাই বুঝি পদাবলী বলে ,

রসকলি কেটে, সখী গো , মধুর --

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর, ও তার,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবার জন্ম নেবেন ইরানে । পারস্যে, উনি ধর্মীয় সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করে সমাজে প্রভাব বিস্তার করবেন । সুফি সংক্রান্ত গান ও কবিতা লিখবেন নব ঘরানাতে । **হয়ত বা ফিরদৌস এর মতন মহাকাব্য লিখেও যাবেন ।**

রূপসী ইরানী রমণীদের বিবাহ করবেন । ৪খানা তাজা বৌ হবে এবং অত্যন্ত ধনী হবেন উনি । ইরানে ৪টে স্ত্রী একসাথে রাখা চলে, শিয়া ধর্ম এগুলি পার্মিট করে । এখন আপাততঃ একজন গান্ধার হয়ে গন্ধর্বলোকে বসবাস করছেন এই মহামানব ও কবি ।

নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে

শুভ্র সুন্দর প্রীতি উজ্জ্বল নির্মল জীবনে ।

উৎসারিত নব জীবন নির্ঝর উচ্ছ্বাসিত আশাগীতি,

অমৃতপুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তিপবনে ।

আর

জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ

ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন

নয়ন আমার রূপের পুরে

সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে

শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন !

রবীন্দ্রনাথের মতন অনেককেই কামাতুর হয়ে পড়েন । অনেক বড় বড় সাধক আছেন যাঁরা কামকে জয় করতে সক্ষম হননা । তার জন্য বারংবার তাদের জন্ম নিতে হয় কিন্তু তাতে কিছু যায় আসেনা । কারণ ন(না) চি (চৈতন্য),কেতা

(কেতু) অর্থাৎ মোক্ষ হওয়া ঋষি নচিকেতা নন সুগায়ক নচিকেতা আমাদের শিখিয়েছেন যে ;

অন্তবিহীন পথে চলাই জীবন ,

শুধু জীবনের কথা বলাই জীবন ;

জীবন প্রসব করে চলাই জীবন

শুধু যোগ বিয়োগের খেলাই জীবন ।

পরের বইয়ের

নাম রূপবিদ্যা।

সঙ্গে থাকুন।

পড়তে থাকুন।

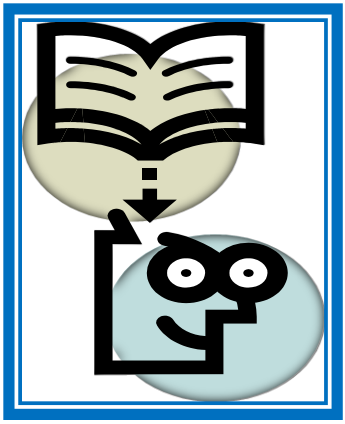

সমাপ্ত